দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

194

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষা বর্ষের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সময় এগিয়ে রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে বর্তমান প্রশাসনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায়। সেশন-জট নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান উপাচার্য বরাবরই ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে আসছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। সকল পরীক্ষার ফলাফল সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে প্রকাশের প্রতিশ্রুতিও তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা হয়নি। গত জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার ফল প্রকাশ করা হয়নি দীর্ঘ ৮ মাস পরেও। সাধারণতঃ এর আগে কখনো এতটা দেরী হয়নি। এর পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা আগামী নভেম্বরে। তাদের ফরম পূরণ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পূর্ববর্তী ব্যাচ থেকে যারা ফেল করবে, তাদের জন্য পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সম্ভাবনাটা ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেবল ফল প্রকাশের বিলম্বের কারণে। তাছাড়া অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সামান্য সময়ের প্রস্তুতিতে পরবর্তী ব্যাচের সাথে পরীক্ষা দিয়ে পুনরায় ফেল করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একেবারে বিদায় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। ওদিকে '৮৯-র জানুয়ারী মাসে যে ব্যাচটি দীর্ঘ সময় পর ঘোষিত প্রথম তারিখে পরীক্ষা দিয়ে নজির সৃষ্টি করলো তাদের তৃতীয় বর্ষের পরবর্তী পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয়েছে '৯০-এর মে মাসে। পূর্ববর্তী পরীক্ষার ১৭ মাস পর। এর পেছনে কোন যৌক্তিক কারণ নেই। অবিলম্বে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ ঘোষিত মে-মাসের পরীক্ষা অন্ততঃ আরো কিছু সময় এগিয়ে আনার অনুরোধ জানাচ্ছি। অভিভাবকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানদের পাঠান লেখাপড়া শিখে বড় হতে, বুড়ো হতে নয়--এ বিষয়টি প্রশাসন যতোটা গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন ততই মঙ্গল।

--শিমুল মাহমুদ,
সহকারী সম্পাদক,
দৈনিক দেশের কথা,
চট্টগ্রাম।